HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৯ : সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

টপিক – ০১ সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়
টপিক ০২: সামগ্রিক ব্যয়
টপিক ০৩: সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ
টপিক ০৪: আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য
টপিক ০৫: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

ভূমিকা (Introduction): যেকোনো দেশের জন্য সামগ্রিক আয় ও সামগ্রিক ব্যয় ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসমূহের অবস্থান ও অবদান জানা যায়। দেশের উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে লক্ষ্য নির্ধারণ ও করণীয় সহজ হয়। এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিক আয় ও সামগ্রিক ব্যয়ের মাধ্যমে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

অর্থনীতিতে 'সামগ্রিক আয়' (Aggregate Income) ধারণাটি একটি বৃহৎ বা প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ বা অঞ্চলে সকল ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সম্মিলিত উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে। উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইহা জাতীয় আয়কে নির্দেশ করে। ইহা কর্মকর্তা-কর্মচারী (Employees), মালিক উদ্যোক্তা (Proprietors), প্রতিষ্ঠান (Corporate) এর আয়, ভাড়া, খাজনা ও সুদ এবং সরকারি আয়ের সমষ্টি হতে সরকারি ভর্তুকি বাবদ প্রদেয় অর্থ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট আয়কে বোঝায়।

জাতীয় উৎপাদন (National Product) = [চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার আর্থিক মূল্য] = [মজুরি + খাজনা + সুদ + মুনাফা] = জাতীয় আয় (National Income)

একটি সহজ ও সাধারণ প্রবাহ ধারণা

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

Wikipedia'র ভাষ্য অনুযায়ী-

Aggregate Income is the combined income earned by an entire group of persons. Aggregate income in economics is a broad conceptual term. It may express the proceeds from total output in the economy for producers of that output. One such measure of it is National Income and Product Accounts. It is the sum of employees, proprietors, rental, Corporate, interest and government income less the subsidies government pays to any of those groups.অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে। অর্থনীতিতে n সংখ্যক পর্যন্ত খাত বিদ্যমান থাকলে, চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা যদি X1, X2, X3 ... X_1 হয় এবং এদের বাজার দাম যথাক্রমে P1, P2, P3... P_1 হয়।

সেক্ষেত্রে, সামগ্রিক আয় (AI) = Y = P_1X_1 + P2X2 + P3X3 + ... + PX n

= ∑ i=1 PX;, যেখানে i = 1, 2, 3, ... n

এবং ∑ = যোগীকরণ চিহ্ন এ সমীকরণটি উৎপাদনের দিক হতে অধ্যাপক মার্শালের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

আয়ের দিক থেকে, পিগুর মতে, 'বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আয়সহ সমাজের বস্তুগত আয়ের যে অংশ অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায়, তাই সামগ্রিক আয়।'

অর্থাৎ সামগ্রিক আয় (AI) = ∑ খাজনা (R) + ∑ মজুরি (W) + ∑ সুদ (i) + ∑ মুনাফা (n)

ব্যয়ের দিক থেকে, অধ্যাপক ফিশারের মতে, 'সামগ্রিক আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সমাজের মোট ভোগও বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি।'

অর্থাৎ সামগ্রিক আয় (AI) = ∑ ভোগ ব্যয় (C) + ∑ বিনিয়োগ ব্যয় (1)

বদ্ধ অর্থনীতিতে, সামগ্রিক আয় (AI) = ∑C + I + ∑G; এখানে সরকারি ব্যয় (G)

মুক্ত অর্থনীতিতে, AI = ΣO + ΣI + ΣG + ∑ নিট রপ্তানি (X – M)

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের জনগণের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার অর্থমূল্যকে সামগ্রিক আয় বলে।

সামগ্রিক আয় ধারণার মধ্যে উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উপকরণের আয় (মজুরি, খাজনা, সুদ, মুনাফা), পরোক্ষ ব্যবসায় কর এবং মূলধনের অবচয় ব্যয় সবই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সামষ্টিক অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয় একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এ ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো মোট জাতীয় আয়, নিট জাতীয় আয়, মোট দেশজ উৎপাদন, নিট দেশজ উৎপাদন, ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয় এবং মাথাপিছু আয় প্রভৃতি।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট জাতীয় আয়

মোট জাতীয় আয় ও মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাণগতভাবে একই অর্থ প্রকাশ করে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের নাগরিক কর্তৃক দাবিকৃত দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস হতে সংগৃহীত মূল্য সংযোজনকে GNI বলা যায়। GNI মোট দেশজ উৎপাদন এবং বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্ত প্রাথমিক আয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। মোট জাতীয় আয় নির্ণয়ের জন্য পণ্য ও সেবা 'Who produce?' বা, কে উৎপাদন করে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আবশ্যক।

বিশ্ব ব্যাংকের সংজ্ঞানুসারে, Gross national income (GNI-formerly gross national product or GNP) is the broadest measure of national income. It measures total value added from domestic and foreign sources claimed by residents. GNI comprises gross domestic product plus net receipts of primary income from foreign sources.

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে GNI বলা হয়।

এখানে চূড়ান্ত দ্রব্য বলতে, আলোচ্য সময়কালে যেসব দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় না সেগুলোকে বোঝায়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট জাতীয় আয়

অধ্যাপক র‍্যাগান (Ragan) এবং থমাস (Thomas)-এর মতে, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা কোনো অর্থনীতিতে উৎপাদিত হয়, তার সামগ্রিক অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।" (Gross National Product is the aggregate money value of all final goods and services produced by the economy in a given period, typically one year.- Principles of Macroeconomics. p-186)

GNP বা GNI হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং বিদেশে কর্মরত তথা প্রবাসীদের আয়ের সমষ্টি হতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্য। অর্থাৎ দেশীয় নাগরিক কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের মূল্য এবং দেশের বাইর থেকে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সমষ্টিকে GNI বলা হয়। সুতরাং GNI = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।গাণিতিকভাবে, GNI = C + I + G + (X - M) + Factor Payments Received from Abroad - Factor Payments Paid to Abroad.

বা, GNI = GDP + Net Factor Payments from abroad

অর্থাৎ দেশজ উৎপাদনের সাথে উপকরণ প্রবাহের নিট প্রাপ্তিকেই মোট জাতীয় আয় (GNI) বলে।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট জাতীয় আয়

GNI এর বৈশিষ্ট্য হলো: GNI এর হিসেবে- (i) শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা ধরা হয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য বাদ দিতে হয়। (ii) দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থিত দেশীয় নাগরিকদের সৃষ্ট আর্থিক অবদান অন্তর্ভুক্ত হয়, দেশের ভেতরে অবস্থিত বিদেশিদের অর্জিত আয় ধরা হয় না। (iii) দ্রব্যসামগ্রীর দাম হতে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয়। (iv) GNI একটি আর্থিক বিষয়। GNI হিসাব করার সময় দ্রব্যসামগ্রীর দাম যদি চলতি বাজার মূল্যে ধরা হয়, সেক্ষেত্রে তাকে GNI at Current market price বা চলতি বাজার মূল্যে GNI বলা হয়। চলতি বছরের গড় বাজার দাম P_1 ও চলতি বছরের উৎপন্ন দ্রব্য Q_1 হলে সেক্ষেত্রে আর্থিক GNI = Q1P1

যেহেতু বাজার দামের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরোক্ষ কর অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই বাজার দাম হতে পরোক্ষ কর বাদ দিয়ে হিসাব নির্ণয় করলে তাকে উপাদান ব্যয়ে GNI (GNI at factor cost) বলে।

এছাড়া, পূর্বের একটি স্বাভাবিক বছর (ভিত্তি বছর) এর বাজার মূল্যের তুলনায় চলতি বা হিসাবি বছরের বাজার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করে সংশোধিত মূল্যের মাধ্যমে GNI পরিমাপ করা হলে তাকে প্রকৃত মোট জাতীয় আয় (Real GNI) বলে। একে স্থির মূল্যে GNI (Constant priced Gross National Income) বলা হয়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট জাতীয় আয়

আর্থিক GNI থেকে প্রকৃত GNI নির্ণয়: ভিত্তি বছরের দামসূচক সবসময় ১০০ ধরা হয়। বিবেচ্য বা হিসাবি বছরে দ্রব্যসামগ্রীর দাম ৫০% বাড়লে নতুন দাম সূচক হবে ১৫০। এক্ষেত্রে চলতি বছরের বাজার দামে আর্থিক GNI ৪০০ কোটি টাকা হলে স্থির দামে GNI বা প্রকৃত চলতি GNI ÷ দাম সূচক x ১০০ = ৪০০÷১৫০= ১০০ কোটি টাকা = ২৬৬.৬৬ কোটি টাকা। দাম সূচক (১০০ x ১০০)

(v) GNI একটি প্রবাহ ধারণা। একে দুই দিক থেকে পরিমাপ করা হয়। একটি হলো উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ এবং অপরটি হলো আয় প্রবাহ।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

নিট জাতীয় আয়

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় (Capital Consumption Allowance-CCA) বা অবচয় ব্যয় (Depreciation cost)বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

সমীকরণের সাহায্যে: NNI = GNI – Depreciation Cost (or Capital Consumption Allowance) যন্ত্রপাতির মেরামতের খরচ যা অবচয় ব্যয় হিসেবে বিবেচিত, এরূপ ব্যয় বাড়লে নিট জাতীয় আয় হ্রাস পায়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন

GDP জাতীয় আয় নির্ধারণ, সামষ্টিক বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন নীতি নির্ধারণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক। GDP ধারণাটি GNP ধারণার সাথে সমজাতীয় হলেও উভয়ের মধ্যে কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশীয় নাগরিকদের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং উক্ত দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের উপার্জিত আয় এর সমষ্টি (includes) থেকে দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ বাদ (excludes) দেয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলা হয়। GDP এর সংজ্ঞা দেয়ার জন্য পণ্য ও সেবা Where Produce? বা কোথায় উৎপাদন হচ্ছে? এর উত্তর খোঁজা আবশ্যক।

অর্থাৎ GDP-তে দেশীয় নাগরিকদের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ আয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত (Includes) হয় এবং দেশীয় নাগরিক যারা প্রবাসে তাদের প্রেরিত অর্থ ধরা হয় না। অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় ও বিদেশিদের অবদানকেই GDP-তে গুরুত্ব দেওয়া হয়।উদাহরণ:

নরওয়ের টেলিনর কোম্পানি বাংলাদেশে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসায় যে মুনাফা করছে তা বাংলাদেশের GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উক্ত কোম্পানির মাতৃভূমি নরওয়ের GNI-এর হিসাবে তা ধরা হবে। একইভাবে বাংলাদেশের কোনো অধ্যাপক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। এক্ষেত্রে তাঁর উপার্জিত অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের GDP হিসাবে এবং বাংলাদেশের GNI হিসাবে ধরা হবে।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন

সূত্র:

- GDP = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশীয় নাগরিকদের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + উক্ত দেশে বিদেশিদের অর্জিত আয় - দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ থেকে অর্জিত অর্থ।

সুতরাং মোট দেশজ উৎপাদন হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে জনগণের ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয়, সরকার কর্তৃক ক্রয়কৃত দ্রব্য ও সেবামূল্য এবং নিট রপ্তানির সমষ্টিকে বোঝায়।

অর্থাৎ 'It is the sum of the dollar values of consumption (C), gross investment (Ig), government purchases of goods and services (G) and net exports (Xn) produced within a nation during a given year.'-Prof. P.A. Samuelson & W.D. Nordhaus. Gross domestic product is the money value of all final goods and services produced by normal residents as well as non-residents in the domestic territory of a country but does not include net factor income earned from abroad.-Dr. H. L. Ahuja

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন

সমীকরণের সাহায্যে:

সামগ্রিক ব্যয়ের প্রেক্ষিতে তিনখাতবিশিষ্ট বদ্ধ অর্থনীতিতে GDP = C + I + G। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশই বর্তমানে মুক্ত অর্থনীতিতে ক্রিয়াশীল। সেক্ষেত্রে, উন্মুক্ত অর্থনীতিতে GDP = C + Ig + G + Xn*2 যেখানে, C = বেসরকারি ভোগ ব্যয়, Ig = বেসরকারি মোট বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয় এবং Xn = নিট রপ্তানি = X – M, এখানে X = রপ্তানি, M = আমদানি। এক্ষেত্রে X ও M এর মধ্যে আসবে tangible goods, যেমন- খাদ্যসামগ্রী, কাপড়, গাড়ি প্রভৃতি এবং intengible services যেমন: চুলকাটা, ঘর পরিষ্কার করা, ডাক্তার দেখানো, গায়কের গান শোনা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে।*

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন

GDP (at market prices)**.

GDPMP = GNPMP - net factor income from abroad

GNPMP = GDPMP + net factor income from abroad

উপকরণ প্রবাহের নিট প্রাপ্তি		
নিট রপ্তানি ($X_n = X - M$)	নিট রপ্তানি ($X_n = X - M$)	(–) অবচয় ব্যয়
		নিট বেসরকারি বিনিয়োগ
সরকারি ব্যয় (G)	সরকারি ব্যয় (G)	নিট রপ্তানি ($X_n = X - M$)
মোট বেসরকারি বিনিয়োগ (I)	মোট বেসরকারি বিনিয়োগ (I)	সরকারি ব্যয় (G)
ভোগ ব্যয় (C)	ভোগ ব্যয় (C)	ভোগ ব্যয় (C)
GNP	GDP	NDP_{MP}

চিত্র : জাতীয় উৎপাদনের বিভিন্ন ধারণা

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন

যদি NDPMP এর সাথে উপকরণ প্রবাহের প্রাপ্তি সমন্বয় করা হয়, তাহলে NNPMP পাওয়া যাবে।GDP কে দুটি পৃথক ধারায় উপস্থাপন করা যায়। ধারা দুটি হলো:

(a) ব্যয়ভিত্তিক ধারা (Expenditures approach) এবং

(b) আয়ভিত্তিক ধারা (Income approach)। যেমন:

Expenditures approach		Income approach
Consumption expenditures by households (বেসরকারি ভোগ ব্যয়) + Investment expenditures by businesses (বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয়) + Government purchases of goods and services (দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ে সরকারি ব্যয়) + Expenditures by foreigners (বিদেশিদের ব্যয়)	= GDP =	Wages (মজুরি) + Rents (খাজনা) + Interest (সুদ) + Profits (মুনাফা) + Statistical adjustments (পরিসংখ্যানগত সমন্বয়)

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

নিট দেশজ উৎপাদন

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) হতে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় (CCA) বা অবচয় ব্যয় (DC) বাদ দেওয়ার পর যা পাওয়া যায়, তাকে নিট দেশজ উৎপাদন বলে।

অর্থাৎ NDP = GDP - CCA

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন ও নিট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য

জাতীয় আয় ধারণার মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও নিট দেশজ উৎপাদন (NDP) ধারণাদ্বয় পরস্পরের খুব কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে এসব পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	নিট দেশজ উৎপাদন (NDP)
১. সংজ্ঞা	একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে।	মোট দেশজ উৎপাদন হতে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় বা অবচয় ব্যয় (DC) বাদ দিলে, যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট দেশজ উৎপাদন বলে।
২. অবচয় ব্যয়	GDP তে অবচয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।	NDP তে অবচয় ব্যয় বিদ্যমান থাকে না।
৩. সূত্র	GDP = C + Ig + G + Xn; এখানে C = ভোগ ব্যয়, Ig = মোট বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয় এবং Xn = নিট রপ্তানি = X – M	NDP = GDP – DC, এখানে DC = অবচয় ব্যয়।
৪. পরিধি	GDP এর পরিধি তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত।	NDP এর পরিধি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ।
৫. পরিমাপের দৃষ্টিকোণ থেকে	পরিমাপের দৃষ্টিকোণ থেকে GDP একটি সহজ ধারণা।	NDP পরিমাপ করা তুলনামূলকভাবে কঠিন।
৬. বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অর্থনীতির তুলনা	বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণ GDP দ্বারা করা হয়।	এক্ষেত্রে NDP ব্যবহৃত হয় না।
৭. অর্থনৈতিক গুরুত্ব	এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রচলিত অর্থে বেশি।	যদিও NDP তে অবচয় ব্যয় নেই, তথাপিও এর গুরুত্ব GDP অপেক্ষা কম।

এভাবে GDP ও NDP ধারণা দুটির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা যায়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন ও নিট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য

জাতীয় আয় ধারণা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) / আয় এবং নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP)/ আয় ধারণা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। উভয়ের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বা আয়	নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) বা আয়
১. সংজ্ঞা	কোনো আর্থিক বছরে দেশে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলা হয়। মোট জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলে।	মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় বা অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) বলে। NNP এর আর্থিক মূল্যকে নিট জাতীয় আয় বলে।
২. সূত্র	GNP = NNP + Depreciation cost	NNP = GNP – অবচয়জনিত ব্যয় = GNP – DC
৩. পরিধি	মোট জাতীয় উৎপাদন/আয়ের পরিধি তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত।	নিট জাতীয় উৎপাদন/আয়ের পরিধি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ।
৪. পরিমাপের দিক	পরিমাপের দৃষ্টিকোণ থেকে GNP একটি সহজ ধারণা।	পরিমাপের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলকভাবে NNP পরিমাপ করা কঠিন।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন ও নিট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বা আয়	নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) বা আয়
৫. অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক নির্দেশনা	কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক নির্দেশনা GNP থেকে পাওয়া যায় না।	কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক নির্দেশনা NNP থেকে পাওয়া যায়।
৬. বিনিয়োগ ব্যয়	GNP তে মোট বিনিয়োগ ব্যয় ধরা হয়।	NNP তে নিট বিনিয়োগ ব্যয় ধরা হয়।
৭. তুলনামূলক ধারণা	GNP দ্বারা একটি দেশকে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।	NNP দ্বারা একটি দেশের সঙ্গে অন্য দেশের তুলনা করা যায়।
৮. সময়	GNP ধারণাটি স্বল্পকালীন বিষয় বিবেচনার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।	NNP ধারণাটি দীর্ঘকালীন ধারণা লাভের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
৯. জনগণের জীবন-যাত্রার মান	GNP হতে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান সঠিকভাবে জানা যায় না।	NNP হতে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান জানা যায়।
১০. মাথাপিছু আয় নির্ণয়	GNP দ্বারা মাথাপিছু আয় নির্ণয় করা হয় না।	NNP দ্বারা মাথাপিছু আয় নির্ণয় করা হয়। কারণ এর মধ্যে অবচয় ব্যয় নেই।
১১. চাঁদার হার	GNP দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদার হার নির্ধারিত হয় না।	NNP দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদার হার নির্ধারিত হয়।
১২. অর্থনৈতিক গুরুত্ব	GNP ধারণাটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম হলেও অধিক ব্যবহৃত হয়।	NNP ধারণাটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলনা-মূলকভাবে অধিক হলেও এর ব্যবহার কম। কারণ পর্যাপ্ত ও নির্ভুল তথ্যের অভাবে অবচয়জনিত ব্যয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ধারণা দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে মৌলিক এবং সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে এদের পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)	মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)
১. সংজ্ঞা	GNP হলো কোনো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ঐ দেশে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি।	GDP হলো মোট দেশজ উৎপাদন বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি।
২. সূত্র	GNP = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয়—দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়। বা, $GNP = C + I + G + X_n$ + উপকরণ প্রবাহের নিট প্রাপ্তি।	GDP = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + উক্ত দেশে কর্মরত বিদেশিদের অর্জিত আয়—দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ থেকে অর্জিত অর্থ। $GDP = C + I + G + X_n$
৩. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়	দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।	দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় GDP গণনায় অন্তর্ভুক্ত হয়।
৪. বিদেশি (প্রবাসে) দেশীয়দের আয়	প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।	প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)	মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)
৫. পরিমাণ	GDP অপেক্ষা GNP এর পরিমাণ অধিক হয়।	পক্ষান্তরে, GNP অপেক্ষা GDP এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয়।
৬. ধারণা	প্রবাসীদের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই GNP অধিক বিস্তৃত ধারণা।	বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় GDP-তে যুক্ত হয় না। তাই GDP, GNP অপেক্ষা সংকীর্ণ ধারণা।
৭. অর্থনৈতিক গুরুত্ব	GNP ধারণার অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম।	GDP ধারণার অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
৮. উদাহরণ : চট্টগ্রামের পটিয়ার হাসান আলী দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিতে মাসিক ৫০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে। তার এই বেতন নিজ দেশে পাঠালে তা GNP-তে হিসাব করা হবে GDP-তে নয়। পক্ষান্তরে উক্ত আয় দক্ষিণ কোরিয়ার হিসাবে GDP-তে বিবেচনা করা হবে।		
এভাবে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।		

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়

(ক) ব্যক্তিগত আয় (Personal Income): কোনো আর্থিক বছরে সমাজের সকল ব্যক্তি বা পরিবারের চলতি আয়কে ব্যক্তিগত আয় বা Personal Income সংক্ষেপে PI বলে। অর্থাৎ Personal income (PI) can be defined as the sum of all kinds of incomes received by the individuals from all sources of incomes. জাতীয় আয় হতে কিছু কিছু উপাদান যোগ ও বিয়োগ করে ব্যক্তিগত আয় পাওয়া যায়। যেমন-

ব্যক্তিগত আয় (PI) = জাতীয় আয় (NI) - [যৌথ প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের অবণ্টিত অংশ (UCP) + নিয়োগকারী এবং নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের সামাজিক বিমার জন্য প্রদত্ত অর্থ (SSC) - হস্তান্তর ব্যয় (TP) - সরকারের নিট সুদ (in) ডিভিডেন্ট (Divi.)]

যৌথমূলধনী কারবারে কর প্রদানের পর এবং শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রদানের পর কর্পোরেট মুনাফার কিছু অংশ অবণ্টিত থাকে যা পরবর্তীতে বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিগত আয় বিবেচনার সময় এই অবণ্টিত মুনাফা বা লভ্যাংশ বাদ দিতে হয়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়

সামাজিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে নিয়োগকারী এবং নিয়োগকৃত ব্যক্তিরা বিমা বাবদ অর্থ প্রদান করে। ব্যক্তিগত আয়ের হিসাব করার সময় জাতীয় আয় থেকে এরূপ অর্থ বাদ দেয়া হয়।

সরকার অনেক সময় বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অবসর ভাতা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে সাহায্য করে কিন্তু তার দ্বারা চলতি জাতীয় আয়ের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। সরকারি কোষাগার থেকে এরূপ অর্থ হস্তান্তর ব্যয়ের ফলে জনগণের ব্যক্তিগত আয়ের সঙ্গে তা সংযুক্ত হয়।

সরকার নিজস্ব ঋণ গ্রহণের জন্য সুদ দেয় এবং ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে সুদ বাবদ অর্থ আদায় করে। এক্ষেত্রে যে নিট সুদ পাওয়া যায় তা ব্যক্তিগত আয়কে প্রভাবিত করে। এছাড়াও, কোম্পানির শেয়ার ক্রেতাদের প্রাপ্ত ডিভিডেন্ট ব্যক্তিগত আয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়

(খ) ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income): মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করতে পারে না। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বলে। অর্থাৎ Disposable income (DI) is personal income less personal taxes. Personal taxes include personal income taxes, Personal property taxes and inheritance taxes.

এ ব্যয়যোগ্য আয় ব্যক্তি ভোগ ও বিনিয়োগ বা ভোগ ও সঞ্চয় এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (

DI) = ব্যক্তিগত আয় ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর অন্যান্য ব্যয়

(DI) = ভোগ ব্যয় (C) + সঞ্চয় (S)

(DI) = ভোগ ব্যয় (C) + বিনিয়োগ ব্যয় (1)

(যখন S = I)

উদাহরণ: মনে করি, কোনো ব্যক্তির বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। যদি ঐ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ কর এবং ফি, জরিমানা বাবদ বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয় তাহলে এক্ষেত্রে ব্যয়যোগ্য আয় হবে-১,৭৫,০০০ – ১৫,০০০ = ১,৬০,০০০ টাকা।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়যোগ্য আয়

জিডিপি (GDP) ও জাতীয় আয় (NI) এর সম্পর্ক :

$GDP = C + I + G + (X - M)$

$GNP = GDP + \text{Net factor income received from abroad}$

$NNP = GNP - \text{Depreciation Cost}$

$\text{National Income (NI)} = NNP - \text{Indirect Taxes.}$

মাথাপিছু আয় (Per-Capita Income) : সাধারণত মাথাপিছু আয় বলতে জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট জাতীয় আয়কে ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। World Development Report, 2010 অনুযায়ী GNI Per Capita is gross national income divided by midyear population.

$$\text{সুতরাং মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয় (GNI)}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা (P)}}$$

মাথাপিছু আয় হলো যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

যে প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক আয়ের হিসাব নিরূপণ করা হয়, তাকে সামগ্রিক আয়ের পরিমাপ পদ্ধতি বলা হয়। সামগ্রিক আয়ের পরিমাপের জন্য তিনটি সাধারণ পদ্ধতি হলো:.

(ক) উৎপাদন পদ্ধতি (Product method),

(খ) আয় পদ্ধতি (Income method),

(গ) ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure method) ।

নিম্নে এসব পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলো:

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

(ক) উৎপাদন পদ্ধতি (Product Method): অধ্যাপক মার্শাল (A. Marshall) উৎপাদন পদ্ধতির প্রবক্তা। উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় পরিমাপ করতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (এক আর্থিক বছর) একটি দেশে উৎপাদিত সব বস্তুগত এবং অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যকে ধরা হয়। অর্থাৎ কোনো আর্থিক বছরে যেসব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার প্রতিটির পরিমাণকে নিজ নিজ গড় বাজার দাম দ্বারা গুণ করে সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় পাওয়া যায়। সমীকরণের সাহায্যে:

এ পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় NI = X_1P_1 + X2P2 + ... + XP; এক্ষেত্রে X1, X2.... X, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা এবং P1, P2... P, যথাক্রমে তাদের গড় দাম।

যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিক আয় পরিমাপে উৎপাদন পদ্ধতি অধিক গুরুত্ব পায়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

সতর্কতা: যে বিষয়গুলো উৎপাদন পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধরা হয় না-

(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব ধরা হয় না। শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা ধরা হয়।

(২) যেসব দ্রব্য ও সেবা যা আর্থিক মূল্যে বিনিময় হয় না, তা সামগ্রিক আয়ের হিসাবে ধরা হয় না।

(৩) পুরাতন মূলধন সম্পত্তির হিসাবে ধরা হয় না।

(৪) যেসব দ্রব্যের ওপর পরোক্ষ কর ধার্য করা হয়, সেই কর দ্রব্যের দাম থেকে বাদ দিতে হয়।

(৫) বিদেশ থেকে অর্জিত অর্থ যোগ এবং বিদেশের প্রাপ্য অর্থ সামগ্রিক আয় গণনা হতে বিয়োগ দিতে হয়।

(৬) মুদ্রাস্ফীতির ফলে পণ্যদ্রব্য বা সেবার মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে কিনা, তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৭) সামগ্রিক আয় হিসাবের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত/সংগৃহীত তথ্যসমূহ নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

(খ) আয় পদ্ধতি (Income Method): অধ্যাপক পিগু (A. C. Pigou) এ পদ্ধতি প্রচলন করেন। আয় পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদন কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানগুলো এক বছরে যে অর্থ উপার্জন করে, তার সামষ্টিক পরিমাপ থেকে সামগ্রিক আয় পাওয়া যায়। উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ-ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। সুতরাং এ পদ্ধতিতে এক বছরের যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফার যোগফলকে সামগ্রিক আয় বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়ের মধ্যে যদি হস্তান্তর পাওনা (Tp) অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে তা সামগ্রিক আয় পরিমাপ হতে বাদ দিতে হবে।

সমীকরণের সাহায্যে:

$NI = Er + \sum w + Ei + \Sigma\pi - \Sigma Tp$. এক্ষেত্রে, NI = সামগ্রিক আয়, r = খাজনা, w = মজুরি, i = সুদ ও n = মুনাফা, Tp = হস্তান্তর পাওনা এবং $\sum$ = সমষ্টি।

অধ্যাপক হিকস-এর মতে, সামগ্রিক আয় পরিমাপের অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে এ পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট। যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর কয়েকটি ধনী দেশে সামগ্রিক আয় পরিমাপে এ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

সতর্কতা: আয় পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়:

(১) হস্তান্তর পাওনা সামগ্রিক আয়ের হিসাব হতে বাদ দিতে হয়। যেমন-বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বেকার ভাতা, অবসর ভাতা, ত্রাণ সাহায্য, ভিক্ষুকের আয় ইত্যাদি সামগ্রিক আয় বহির্ভূত।

(২) যেসব দ্রব্য বা সেবার জন্য আর্থিক মূল্য দেওয়া হয় না, তা সামগ্রিক আয়ের হিসাব থেকে বাদ দিতে হয়।

(৩) অনুৎপাদনশীল ঋণ থেকে যে সুদ অর্জিত হয় (যেমন যুদ্ধ ঋণের সুদ) তা সামগ্রিক আয়ের হিসাব থেকে বাদ দিতে হয়।

(৪) শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অবণ্টিত মুনাফা সামগ্রিক আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিট পাওনা সামগ্রিক আয়ের সাথে যোগ ও নিট দেনা বিয়োগ হবে।

(৬) মাতৃসেবা, স্ত্রীর গৃহস্থালির কাজ ইত্যাদি যেসব বিশেষ সেবা যার আর্থিক মূল্য নির্ণয় করা যায় না, সে হিসাব সামগ্রিক আয়ে ধরা হয় না।

(৭) সামগ্রিক আয় গণনা করার সময় একই খাত যাতে বার বার গণনা করা না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

(গ) ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method): এ পদ্ধতি প্রথম প্রচলন করেন অধ্যাপক আরভিং ফিসার। ব্যয় পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সকল প্রকার ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে জনগণ ও সরকারের মোট ভোগ (C) ও বিনিয়োগ ব্যয়কে (1) বোঝায়। এ পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় পরিমাপ করতে হলে যেসব তথ্যের প্রয়োজন তা পাওয়া বেশ কঠিন। এ কারণে এ পদ্ধতি বাস্তবে ব্যবহৃত হয় না।

সমীকরণের সাহায্যে : Y = C + I + G; এ সমীকরণকে 3 Sector Economy বা ত্রি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতি বা 'বদ্ধ অর্থনীতি' বলে।

এখানে, C = মোট ভোগ ব্যয়, 1= মোট বিনিয়োগ ব্যয় এবং G = সরকারি ব্যয়।

দেশটি যদি বৈদেশিক বাণিজ্যে (আমদানি ও রপ্তানি) লিপ্ত থাকে, তখন ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হবে Y= C +I+ G + (X – M); এখানে X = রপ্তানির পরিমাণ এবং M = আমদানির পরিমাণ অর্থনীতির এরূপ অবস্থাকে 'মুক্ত অর্থনীতি' বা 4 Sector Economy বলে। এক্ষেত্রে Net Factor Payments Inflow এর বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

উৎপাদন পদ্ধতির সাথে ব্যয় পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিক্রেতার প্রাপ্ত উৎপন্ন মূল্য ও সমাজের মোট ব্যয় পরস্পর সমান হয়। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন পদ্ধতির সাথে ব্যয় পদ্ধতিকেও অনুসরণ করা হয়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

সতর্কতা: এ পদ্ধতিতে নিম্নের ক'টি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়:

(১) অনুৎপাদনশীল সরকারি ঋণের সুদ সামগ্রিক আয়ে হিসাব হবে না।

(২) দান, অনুদান, ভিক্ষা ইত্যাদি হস্তান্তর ব্যয় বাদ দিতে হয়।

(৩) সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার মোট বিনিয়োগ থেকে মূলধনের অবচয় ব্যয় বাদ দিয়ে সামগ্রিক আয় হিসাব করা হয়।

(৪) মোট ব্যয় থেকে পরোক্ষ করের পরিমাণ বাদ দিতে হয়।

(৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিট পাওনা সামগ্রিক আয়ের সাথে যোগ এবং নিট দেনা সামগ্রিক আয় থেকে বিয়োগ হবে।

(৬) বিনাশ্রমে যেসব দ্রব্য ও সেবা পাওয়া যায় তা সামগ্রিক আয় গণনার সময় বাদ দিতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, তিনটি পদ্ধতির ফলাফল একই হওয়ার কথা। তবে হিসাবের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে সামগ্রিক আয় গণনায় পার্থক্য হতে পারে। মূলত জাতীয় উৎপাদন, সামগ্রিক আয় ও জাতীয় ব্যয় ধারণার মধ্যে পরিমাণগত অর্থে বাস্তবে কোনো পার্থক্য নেই।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ

জাতীয় আয় সঠিকভাবে পরিমাপের কতগুলো বাস্তব সমস্যা প্রায় সব দেশেই রয়েছে। এসব সমস্যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. দ্বৈত গণনার সমস্যা: সামগ্রিক আয় গণনায় উৎপাদন পদ্ধতিতে দ্বৈত গণনার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। যেমন-তুলা থেকে সুতা এবং কাপড়-এর মূল্য একাধিক বার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সঠিক সামগ্রিক আয় পাওয়া যাবে না।

২. অবিক্রীত পণ্যদ্রব্য ও সেবা: অবিক্রীত পণ্যদ্রব্য ও সেবার মূল্য কত হবে এবং সে মূল্য কোন বছরের দ্রব্য মূল্যের সাথে যুক্ত হবে তা নির্ধারণ করা একটি সমস্যার বিষয়।

৩. শ্রেণিবিন্যাস : কৃষি ও শিল্প থেকে উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত পর্যায়ের পণ্য নির্ধারণ ও শ্রেণিবিন্যাস করা এক জটিল বিষয়।

৪. নিজস্ব উৎপন্ন পণ্য ও সম্পত্তি ভোগের হিসাব: যারা নিজ বাড়িতে বসবাস করেন, নিজস্ব জমি, কারখানায় ও নিজ হাতে তৈরি বা উৎপন্নকৃত পণ্যসামগ্রী নিজের ভোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন এর মূল্য নির্ধারণ হিসাবের ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

৫. সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের অভাব: সামগ্রিক আয় সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এসব তথ্য ও পরিসংখ্যানের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ

৬. ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় নির্ধারণ: সামগ্রিক আয় গণনা ও হিসাবের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় নির্ধারণ করা জটিল বিষয়। এছাড়া এ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই।

৭. বাজার মূল্য অনিয়ন্ত্রিত ও স্থানবিশেষে পার্থক্য: উৎপাদনকারী যেসব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন করে এর চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক আয় গণনার ক্ষেত্রে একক মূল্য নির্ধারণ করা একটি সমস্যার বিষয়।

৮. আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ: আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের মূল্য কত হবে এবং কীভাবে তা নির্ধারণ করা হবে, এর জন্য বাজারে কোনো সঠিক নীতি নেই।

৯. অঘোষিত আয় অন্তর্ভুক্তিজনিত সমস্যা: ডাক্তার, সি এ একাউনটেন্ট, শিক্ষক প্রভৃতি শ্রেণির পেশাজীবিগণ অতিরিক্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে যে আয় করেন তা সর্বদাই অঘোষিত থাকে।

১০. মূলধনী লাভ, হস্তান্তর পাওনা পরিমাপ: সামগ্রিক আয় গণনার ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ (Capital Gain's) ও হস্তান্তর পাওনা (Transfer Payment) ইত্যাদি কী পরিমাণ বাদ দিতে হবে তা পরিমাপ বা নির্ধারণ করা কঠিন।

১১. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আয়: বিদেশ থেকে অলিখিতভাবে, হুন্ডির মাধ্যমে যে আয় আসে তা হিসাব করে সামগ্রিক আয়ে অন্তর্ভুক্তকরণ সমস্যার বিষয়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ

১২. দ্রব্য ও সেবার আকারে অর্জিত আয় গণনা: দ্রব্য ও সেবার আকারে যেসব আয় সৃষ্টি হয় তার হিসাব জটিল, যা সামগ্রিক আয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যেমন: দ্রব্য বিনিময় প্রথার ক্ষেত্রে সামগ্রিক আয় নির্ণয় করা যায় না। একইভাবে জনকল্যাণের স্বার্থে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, খাল খনন এবং মায়ের সেবা, স্ত্রীর সেবারও অর্থমূল্য নির্ণয় করা যায় না।

১৩. কাজের বিনিময়ে শুধু থাকা খাওয়া যেসব শ্রমিক কাজের বিনিময়ে শুধুমাত্র থাকা খাওয়া সুবিধা পায়, এ ধরনের হিসাব সামগ্রিক আয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

১৪. মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন সমস্যা: দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন ঘটে তখন পণ্যের মূল্য পরিবর্তন হয়। এর ফলে আর্থিক আয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। সে সময় সামগ্রিক আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা খুব কঠিন।

১৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধঃমূল্যায়ন ও ঊর্ধ্বমূল্যায়নজনিত সমস্যা: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যার ফলে সামগ্রিক আয় হিসাবের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে থাকে। এরূপ বাণিজ্যে অধঃমূল্যায়নের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর দাম হ্রাস পায় এবং ঊর্ধ্বমূল্যায়নের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকরা নিজেরাই বিদেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক আয় পরিমাপে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ

১৬. দুর্নীতির অর্থনীতি: রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতি দারিদ্র্যের অন্যতম মূল কারণ। অসৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অর্থলালসা, ঘুষ, সিন্ডিকেট-মজুদদারি, চোরাচালান, ফটকা ব্যবসায়, হুন্ডি ব্যবসায়ী, জুয়া প্রভৃতি বেআইনি কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ কালো টাকা যে অর্থনীতিতে বিদ্যমান, সেখানে সঠিক সামগ্রিক আয় নির্ধারণ অসম্ভব। এরূপ অর্থনীতিতে সরকার দুর্নীতিবাজদের নিকট নীতিগতভাবে পরাজিত হয়ে 'কালো টাকা সাদা করা, কালো টাকা মূলধন বাজারে বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না,' এরূপ নীতিবিরোধী কাজ চলতে থাকে। এরূপ অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং পরিমাপ প্রায়ই ব্যর্থ হয়।

১৭. যোগকরণ সমস্যা একটি দেশে অসংখ্য দ্রব্য ও সেবা রয়েছে এবং তাদের এককগুলো সমান নয়। তাই সামগ্রিক আয় নির্ণয়ে যোগকরণ সমস্যা দেখা দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সামগ্রিক আয়ের সঠিক গণনার পথে অনেক সমস্যা রয়েছে। পিটার কেনেডির মতে, সামগ্রিক আয়ের তাত্ত্বিক ধারণার সাথে তার বাস্তব পরিমাপের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান প্রায় অসম্ভব।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয়-চক্রাকার প্রবাহ

সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ: উৎপাদন বা ব্যবসায় ক্ষেত্রের সাথে নাগরিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রের বিনিময় প্রবাহকে সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলে।

সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ মডেল বিভিন্ন খাতে বা অর্থনীতিতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

ক. দ্বি-খাতবিশিষ্ট মডেল বা অর্থনীতি যেখানে পরিবার (household) এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম (business sectors বা firm) বিদ্যমান।

খ. ত্রি-খাতবিশিষ্ট মডেল বা অর্থনীতি যেখানে 'ক' খাতের বিষয়গুলোর সাথে সংযুক্ত রয়েছে সরকারি খাত (Government Sectors) ।

গ. চার-খাতবিশিষ্ট মডেল যেখানে 'খ' খাতের বিষয়গুলোর সাথে সংযুক্ত রয়েছে 'বৈদেশিক খাত' (Foreign Sectors) I

সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি সর্বপ্রথম প্রফেসর পি. এ. স্যামুয়েলসন (Prof. P.A. Samuelson) প্রদান করেন। তাঁর মতে, "সামগ্রিক আয় হলো একটি প্রবাহ ধারণা (National Income is a flow concept), যার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রয়েছে উৎপন্ন সামগ্রীর প্রবাহ ও উৎপাদন কাজে নিযুক্ত উপকরণগুলোর আয়ের প্রবাহ।" এ ধারণা সম্পর্কে আর. জি. লিপসি (R. G. Lipsey) বলেন, "আয়ের চক্রাকার প্রবাহ দেশের পরিবারবর্গ হতে দেশের ফার্ম বা উৎপন্ন খাতসমূহের কাছে অর্থ প্রবাহ এবং এর বিপরীত প্রবাহ প্রক্রিয়া হলো সামগ্রিক আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ।"

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয়-চক্রাকার প্রবাহ

উপরের সংজ্ঞাদ্বয় পর্যালোচনা করলে বলা যায়, সামগ্রিক আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহে দ্বিমুখী প্রবাহ রয়েছে। যথা:

(ক) দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ (Goods and services flow),

(খ) আর্থিক আয় প্রবাহ (Income or earning flow)

এ দুটি খাতের মধ্যে কীভাবে আয়-ব্যয়ের প্রবাহ হয় তা ব্যাখ্যার জন্য কতিপয় অনুমিত শর্ত গ্রহণ করা হয়। অনুমিত শর্ত:

১. বদ্ধ অর্থনীতি বিবেচ্য, অর্থাৎ সরকারি খাত ও বহির্বাণিজ্য খাত নেই।

২. জনগণ ও ফার্ম-এ দুটি খাত বিবেচ্য।

৩. জনগণ বলতে কেবল ভোক্তাকে বোঝায়।

৪. আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয়-চক্রাকার প্রবাহ

চিত্রে সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ :

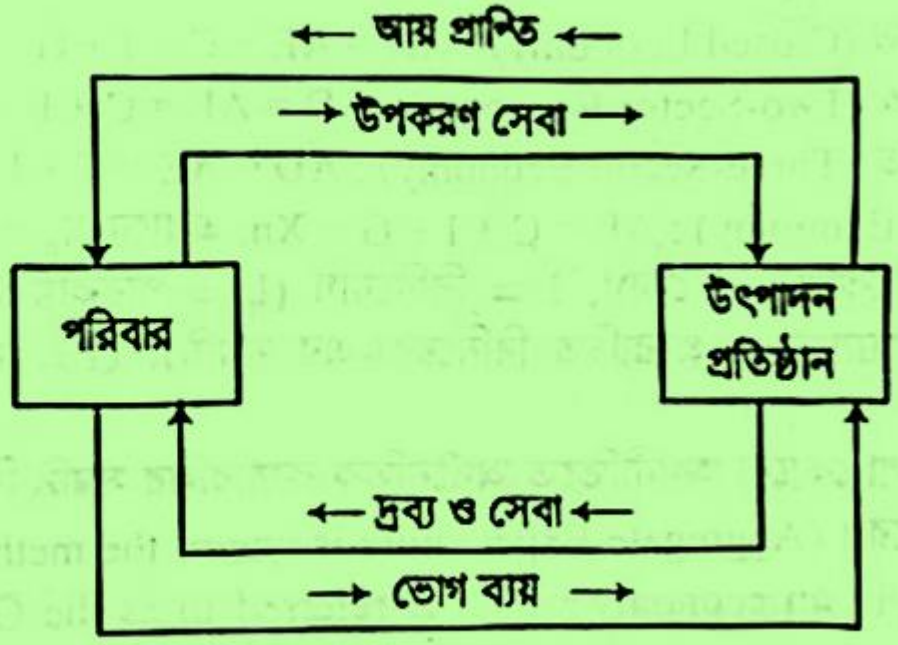

চিত্র ৯.১ : সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয়-চক্রাকার প্রবাহ

বিশ্লেষণ: (ক) দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ: উৎপাদন প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকে উপকরণ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) নিয়োগের ফলে, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা তথা উৎপন্ন প্রবাহ পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন খাত থেকে পরিবার খাতের দিকে প্রবাহিত হয়। ক্রয়কৃত এ দ্রব্য ও সেবা ভোগের ওপর উৎপাদন নির্ভরশীল।

(খ) আয় প্রবাহ: পরিবার খাত উপকরণ-সেবা বিক্রির মাধ্যমে আয় (খাজনা মজুরি সুদ + মুনাফা) অর্জন করে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম উৎপাদন চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-সেবা পরিবারের নিকট থেকে ক্রয় করে। তাই ফার্মের ব্যয় পরিবারের আয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, The two-sector model which consists of only household and firm sectors represents a private closed economy in which there is no government and no foreign trade. এক্ষেত্রে বলা যায়, একটি বদ্ধ অর্থনীতিতে শিল্পখাত থেকে জনগণের নিকট আয়ের প্রবাহ, জনগণের কাছ থেকে শিল্পের কাছে ব্যয়ের প্রবাহ পরিবর্তিত হয়। আবার জনগণের কাছে শিল্পখাত হতে দ্রব্য ও সেবা আসে। অনুরূপভাবে শিল্পখাত জনগণ থেকে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ পেয়ে থাকে। এভাবেই সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ (circular flow) আবর্তিত হয়ে থাকে।

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

সামগ্রিক আয়-চক্রাকার প্রবাহ

অতিরিক্ত আলোচনা: পূর্বের সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণায় আয়ের সবটাই ভোগ ক্ষেত্রে ব্যয় হয় ধরা হলেও বাস্তবে মানুষ আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ করে। তাই দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সঞ্চয় (S), বিনিয়োগ (I) ধারণার সমন্বয়ে সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান (S = 1) হলে অর্থনীতিতে চক্রাকার প্রবাহজনিত ভারসাম্য বিদ্যমান থাকবে।

মানুষ বর্তমান ভোগের পর আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে যা মূলধন বাজারে প্রবেশ করে। মূলধন বাজার হতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পুনরায় তা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। এভাবেও সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়।

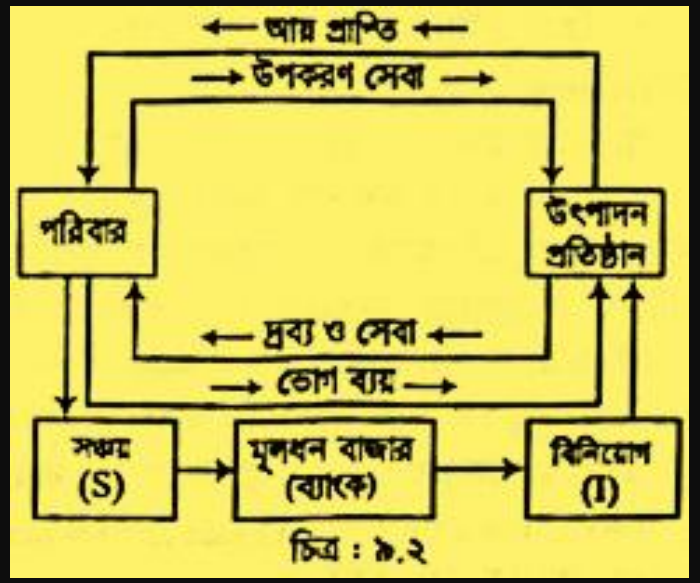

চিত্র : ৯.২

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৯ : সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

টপিক – ০২ সামগ্রিক ব্যয়

সামগ্রিক ব্যয়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামগ্রিক ব্যয়

একজন ব্যক্তির আয়ই হলো অপর ব্যক্তির ব্যয়। কোনো পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য একজন ব্যক্তির ব্যয় হলো উক্ত পণ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতার আয়। প্রত্যেকটি লেনদেনই (transaction) আয় এবং ব্যয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই, কোনো অর্থনীতিতে সকল চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার বর্তমান মূল্যকে সামগ্রিক ব্যয় বলা যায়। (Aggregate Expenditure is defined as the current value of all the finished goods and services in the economy. Wikipedia)

সুতরাং আবদ্ধ অর্থনীতিতে (Closed Economy): AD = AE =C+I+G

দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে (Two-Sector Economy) : AD = AE = C + I

ত্রি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে (Three-Sector Economy): AD = AE = C + I + G

মুক্ত অর্থনীতিতে (Open Economy): AE = C + I + G + Xn; এখানে X = X – M

এখানে, C = গৃহস্থ বা বেসরকারি ভোগ, I = বিনিয়োগ (I, = পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও I_1 = অপরিকল্পিত বিনিয়োগ এর সমষ্টি অথবা স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত বিনিয়োগ-এর সমষ্টি); G = সরকারি ব্যয়; X = নিট রপ্তানি, (রপ্তানি – আমদানি)।

সুতরাং সামগ্রিক ব্যয় হলো কোনো অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি নির্ণয়ের এক প্রকার পদ্ধতি যা মোট দেশজ উৎপাদনকে নির্দেশ করে। (Aggregate Expenditure is one of the methods to calculate the sum total of all economic activities in an economy which is referred to as the Gross Domestic Product of an economy.)

সামগ্রিক ব্যয়

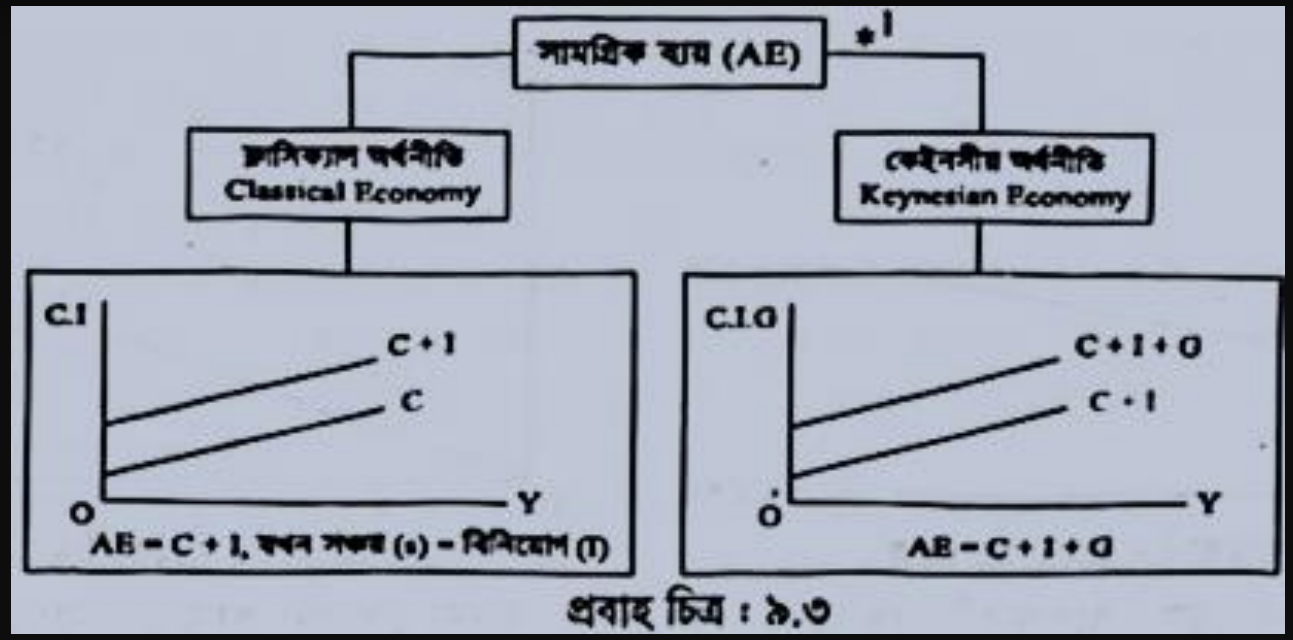

প্রবাহ চিত্র : ৯.৩

এখানে Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়, I = সামগ্রিক বিনিয়োগ (Aggregate investment), G = সরকারি ব্যয়। সামগ্রিক ব্যয়ের অংশ ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় এবং সঞ্চয় (A part of Aggregate Expenditure : Consumption, Investment, Govt. Expenditure and Savings.)

সামগ্রিক ব্যয়

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ সামগ্রিক ব্যয়ের (AE) ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানকে বিবেচনা করলেও ক্ল্যাসিক্যাল ও কেইনসীয় অর্থনীতিবিদরা AE এর উপাদান হিসেবে তিনটি বিষয়কে বিবেচনা করেন। যেমন:

(i) ভোগ ব্যয় (Consumption expenditure:)

মানুষের ভোগ ব্যয় ও আয়ের মধ্যে বিদ্যমান ক্রিয়াগত সম্পর্ককে ভোগ অপেক্ষক (Consumption Function) বলে। এক্ষেত্রে ভোগ বলতে ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে বোঝায়। AE এর ক্ষেত্রে ভোগ বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বেসরকারি বা গৃহস্থ ভোগকে নির্দেশ করে। এরূপ ভোগ দুভাগে বিভক্ত, তাহলো স্বয়ম্ভূত ভোগ (Autonomous Consumption) এবং প্ররোচিত ভোগ (Induced Consumption)। স্বয়ম্ভূত ভোগ হলো, যখন মানুষের আয় শূন্য তখন সে যে ভোগ করে তার পরিমাণ। আয়ের পরিমাণ দ্বারা যে ভোগ প্রভাবিত হয় তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে।

সামগ্রিক ব্যয়

এরূপ ভোগ অপেক্ষক হলো:

$C = C_2 + MPC (Y)$; বা, $C = a + bY$ এটি একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক। দীর্ঘকালে $C = MPC (Y)$ বা, $C = bY$. অর্থাৎ দীর্ঘকালে C, বা a, স্বয়ম্ভূত ভোগ নেই, তখন সবই প্ররোচিত ভোগ। এখানে C, বা, a = স্বয়ম্ভূত ভোগ, b = MPC = প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal propensity to consume)

Y = ব্যয়যোগ্য আয় এবং $0 < MPC < 1$ হয়। MPC = 0 এর অর্থ হলো মানুষ যা আয় করে দীর্ঘকালে সে কিছুই ভোগ করে না। MPC = 1 হলে বোঝায় মানুষ যা আয় করে দীর্ঘকালে সেসবই ভোগ করে, কিছুই সঞ্চয় করে না। ধারণা দুটিই অযৌক্তিক। গবেষণায় দেখা যায়, উন্নত দেশে MPC এর মান 0.2 এর কাছাকাছি এবং দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে MPC এর মান 0.9 এর কাছাকাছি।

সামগ্রিক ব্যয়

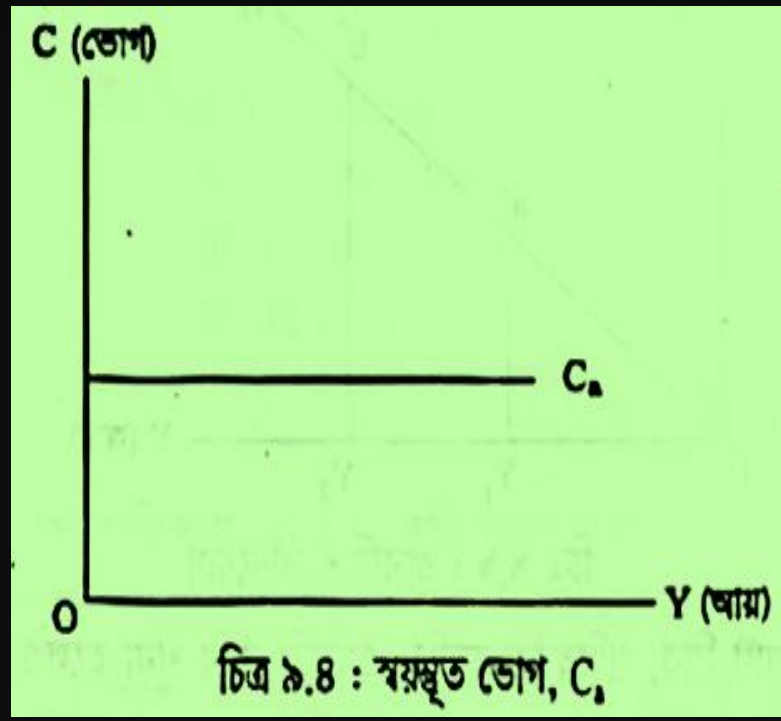

চিত্র ৯.৪ : স্বয়ম্ভূত ভোগ, C_a

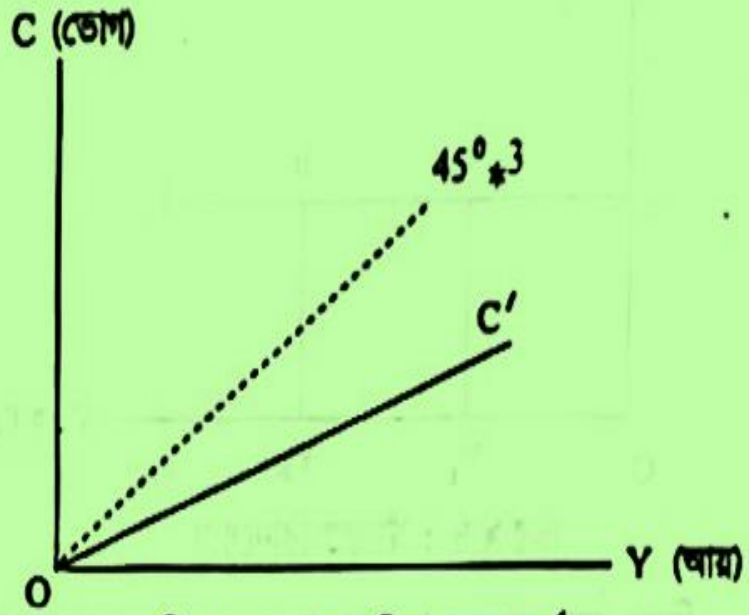

চিত্র ৯.৫ : প্ররোচিত ভোগ, C′

সামগ্রিক ব্যয়

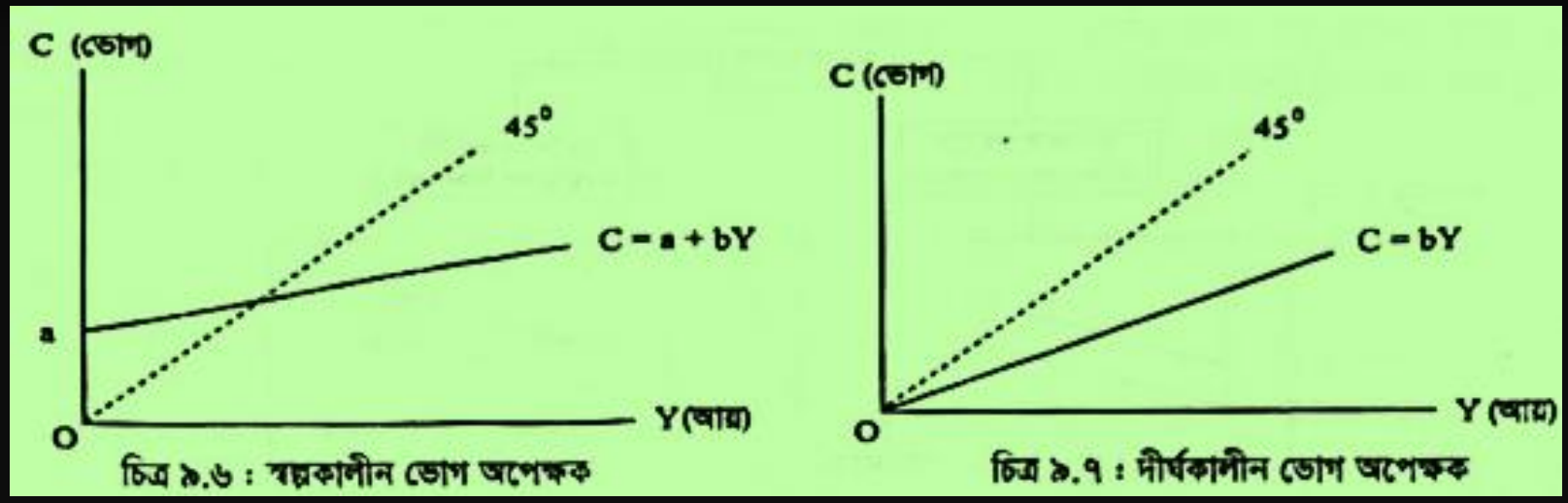

চিত্র ৯.৬ : স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক

চিত্র ৯.৭ : দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক

চিত্রে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকটি লম্ব অক্ষ হতে ওঠে। কেননা সেখানে স্বয়ম্ভূত ভোগ বিদ্যমান। দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকটি মূলবিন্দু হতে ওঠে, কেননা সেখানে স্বয়ম্ভূত ভোগ নেই, সবই প্ররোচিত ভোগ। এছাড়া দীর্ঘকালীন ভোগ রেখাটি 45° রেখার নিচে থাকে। এর অর্থ হলো আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে, আয় যে হারে বাড়ে ভোগ সে হারে বাড়ে না, তার থেকে কম হারে বাড়ে।

মানুষের ভোগ ব্যয় নির্ভর করে ব্যক্তির স্থায়ী ও চলতি আয়, দ্রব্যের দামস্তর, সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা, সঞ্চয় প্রবণতা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশা, কর ও সুদের হারের পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা, প্রদর্শন প্রভাব, বিজ্ঞাপনের প্রভাব, সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা, রুচির পরিবর্তন, আকস্মিক লাভ ও ক্ষতি এবং নতুন দ্রব্যের আবির্ভাবের ওপর।

সামগ্রিক ব্যয়

(ii) বিনিয়োগ (Investment: I)

মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলে। এটি ঐ সকল দ্রব্যের জন্য ব্যয় বোঝায় যা সময়ের প্রেক্ষিতে অধিক হারে আয় প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। এটি বর্তমান মূলধন দ্রব্যের সাথে অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্যের সংযোজনকে নির্দেশ করে। বিনিয়োগ ব্যয় দু প্রকার। যথা: (i) পরিকল্পিত বিনিয়োগ (Planned investment: Ip) এবং অপরিকল্পিত বিনিয়োগ (Unplanned investment: I_1)। দীর্ঘমেয়াদে I = 0 হয়। এছাড়া, আয়ের ওপর নির্ভরশীলতার প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ দু'প্রকার। যথা:

(ক) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment) ও (খ) প্ররোচিত বিনিয়োগ (Induced Investment) ।

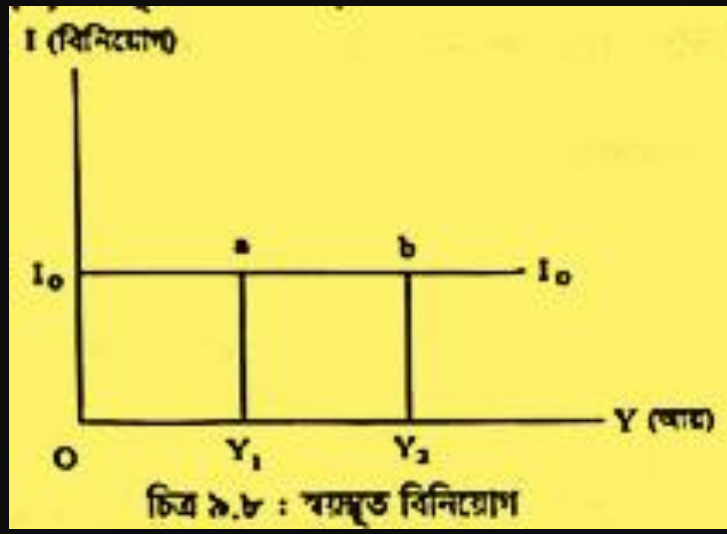

চিত্র ৯.৮ : স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ

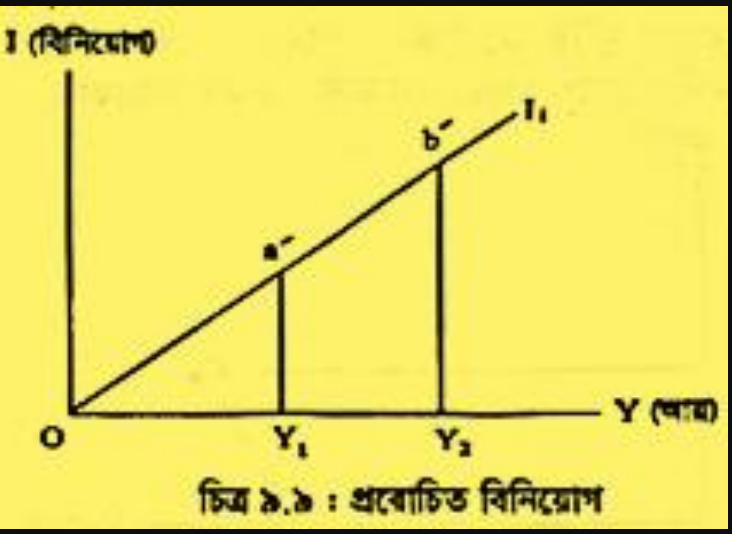

চিত্র ৯.৯ : প্ররোচিত বিনিয়োগ

সামগ্রিক ব্যয়

চিত্রে আয় বৃদ্ধি পেয়ে Y_1 হতে Y_2 হলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ স্থির, পরিবর্তন হয়নি, এমনকি আয় শূন্য হলেও এ বিনিয়োগ স্থির থাকে। কিন্তু আয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্ররোচিত বিনিয়োগ a' ও b' বিন্দুতে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় আয়, সুদের হার, অর্থের যোগান, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, উন্নত অবকাঠামো, রাষ্ট্রীয় নীতি, অতিরিক্ত একক মূলধন নিয়োগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আয় হার বা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা, দক্ষ উদ্যোক্তা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, উদার রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিনিয়োগ নির্ভরশীল।

সামগ্রিক ব্যয়

(iii) সরকারি ব্যয় (Government Expenditure : G)

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা না থাকলেও কেইনসীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্র ক্রিয়াশীল থাকে। এক্ষেত্রে সরকার অবকাঠামো নির্মাণসহ সামাজিক কল্যাণ সাধনে অনেক অর্থ ব্যয় করে। বর্তমানে কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার বিভিন্নভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সরকারি ব্যয় প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ক. রাজস্ব ব্যয় ও খ. উন্নয়ন ব্যয়।

রাজস্ব ব্যয়টি পৌনঃপুনিক (বার বার এ ব্যয় করা হয়) প্রকৃতির। যেমন- দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা, জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা, সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধ, রাজস্ব আদায়জনিত ব্যয় ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, উন্নয়ন ব্যয়টি একবার মাত্র করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, বাঁধ ও বন্দর নির্মাণ; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সম্পদের উন্নয়ন; শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি কাজে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এরূপ অর্থব্যয়কে মূলধনী বা উন্নয়ন ব্যয় বলে।

সুতরাং সরকারি ব্যয়ের মধ্যে সরকারি ভোগ ব্যয় এবং সরকারি বিনিয়োগ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত।

সঞ্চয় (Savings): মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলে। ভবিষ্যতে ভোগের মাধ্যমে উপযোগ বৃদ্ধিতে বা বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধিতে এটি সহায়তা করে। সঞ্চয়কে বিনিয়োগের ভিত্তি বলা হয়।

যদি Y = আয়, C = ভোগ ব্যয় এবং S = সঞ্চয় হয়, সেক্ষেত্রে S = Y - C হবে।

সামগ্রিক ব্যয়

জাতীয় সঞ্চয়ের তিনটি উৎস রয়েছে-

(ক) ব্যক্তিগত সঞ্চয়: ব্যক্তির ব্যয়যোগ্য আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তা হলো ব্যক্তিগত সঞ্চয়। ব্যক্তিগত সঞ্চয় সাধারণত ব্যক্তির আয়ের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়াও, সাধারণত দূরদৃষ্টি, ভোগ প্রবণতা, সামাজিক নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা, করব্যবস্থা, সুদের হার এসবের ওপর ব্যক্তির সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে।

(খ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়: যৌথমূলধনী কারবারসমূহের আয়ের সবটুকু লভ্যাংশরূপে বণ্টন না করে এর একটি অংশ মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য রাখা হয়, যা থেকে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়।

(গ) সরকারের উদ্বৃত্ত: দেশে মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার কখনো কখনো আয় অপেক্ষা ব্যয় কম করে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত বাজেট অনুসরণ করতে পারে। এতে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হতে পারে।

উদাহরণ ১. সামগ্রিক চাহিদা নির্ণয় কোনো অর্থনীতিতে C = 1000, I = 500, G = 200 এবং Xn = (X - M) = 100 হলে-

মুক্ত অর্থনীতিতে: AD =C+I+G+Xn

AD1000+500+200+ 100 = 1800

বদ্ধ অর্থনীতিতে: AD =C+I+G = 1000+500+ 200 = 1700

সামগ্রিক ব্যয়

উদাহরণ ২. ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ: জাতীয় আয়ের মডেল: Y = C +I+G

C = 50 + 0.8Y I = 30 G = 70 হলে

জাতীয় আয় Y = C + I + G = 50 + 0.8Y + 30 + 70

বা, Y = 150 + 0.8Y

বা, Y - 0.8Y = 150

বা, 0.2Y = 150

Y = 150÷0.2 = 750 এটি ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্দেশ করে।

সরকারি ব্যয় আরও 50 বৃদ্ধি করলে তখন G = 70 + 50 = 120

সেক্ষেত্রে Y = 50 + 0.8Y + 30 + 120 Y - 0.8Y = 200

বা, 0.2Y = 200

বা, Y = 200÷0.2 = 1000

অর্থাৎ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়।

সামগ্রিক ব্যয়

উদাহরণ: ৩. C = 100 + 0.75Y I = 100 G = 150 হলে
ভারসাম্য জাতীয় আয় Y = C + I + G = 100 + 0.75Y + 100 + 150
বা, Y - 0.75Y = 350
বা, 0.25Y = 350
বা, Y = 350÷0.25 = 1400
সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করা হলে-তখন G = 150 - 50 = 100
সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় Y = 100 + 0.75Y + 100 + 100 বা, Y - 0.75Y = 300
বা, 0.25Y = 300
∴ Y = 300÷0.25 = 1200
অর্থাৎ সরকারি ব্যয় হ্রাস করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ও হ্রাস পাবে

সামগ্রিক ব্যয়

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সঞ্চয় হলো মানুষের আয়ের সে অংশ যা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখা হয়। এ সঞ্চয়কে যখন উৎপাদন কাজে নিয়োগ করা হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলা হয়।

যেমন: ২০১২-১৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় আয় ৪২ হাজার কোটি টাকা এবং সামগ্রিক ব্যয় ২৮ হাজার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে ঐ বছরের জাতীয় সঞ্চয় (S) = (৪২-২৮) হাজার কোটি টাকা = ১৪ হাজার কোটি টাকা। এ ১৪ হাজার কোটি টাকা যদি দেশের উন্নয়নমূলক খাতে সরকার ব্যয় করে তাহলে বিনিয়োগ-এর পরিমাণ হবে ১৪ হাজার কোটি টাকা।

অর্থাৎ $S = Y-C$

বা, $Y = C + S$ বা, $Y = C + I$

যখন $S = I$

*অতএব বলা যায়, সঞ্চয় হলো বিনিয়োগের ভিত্তি যার সাহায্যে মূলধন সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বর্তমানের মজুদ মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন সৃষ্টিই হলো বিনিয়োগ।

সামগ্রিক ব্যয়

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক

স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণ Ca + bY এ মান ধরে C = 100 + 0.5Y হলে এক্ষেত্রে সঞ্চয় S = Y - 100 0.5Y = - 100 + 0.5Y

সূচি:

Y	0	100	200	300	400
C	100	150	200	250	300
S	– 100	– 50	0	50	100

স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ I_0 = 100 ধরলে উল্লেখিত সূচির মানসমূহ দ্বারা S ও I এর মধ্যে নিম্নরূপ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় :

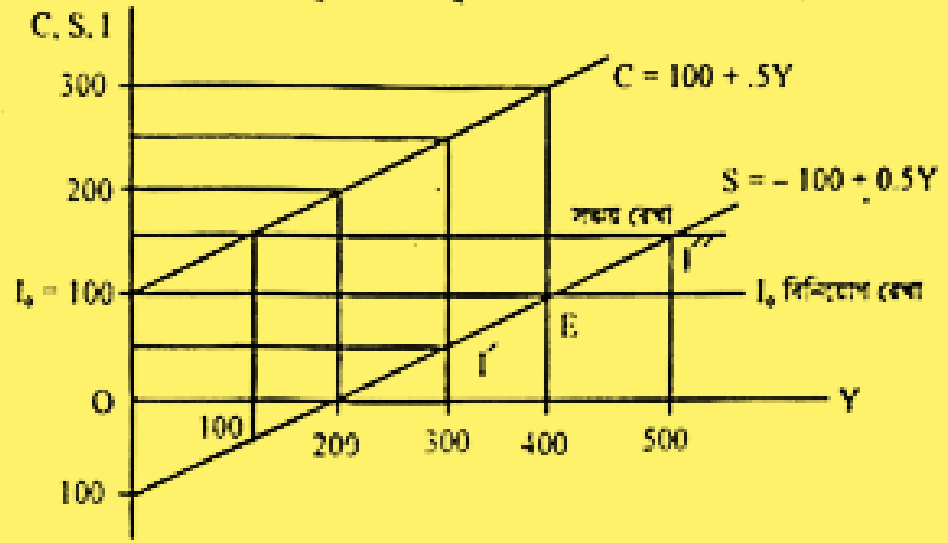

চিত্র ৯.১১ : সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক

সামগ্রিক ব্যয়

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক

চিত্রে ১ ও। এর সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য নির্ধারিত হয় E বিন্দুতে। এক্ষেত্রে S = 1 = 100 এবং ভারসাম্য আয় = 400, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ 50 হলে S = 1 হিসেবে তখন ভারসাম্য আয় দাঁড়াবে 300 এবং S = I = 150 হলে ভারসাম্য আয় দাঁড়াবে 500।

সামগ্রিক ব্যয়

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক

অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ধারণা দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উভয় ধারণার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমান আয়ের যে অংশ ভোক্তা ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয় তাকে সঞ্চয় বলে। পক্ষান্তরে সঞ্চয়ের যে অংশ অধিকতর উৎপাদনের লক্ষ্যে নিয়োগ করা হয়, তাকে বিনিয়োগ বলে। অথবা, সঞ্চয়ের যে অংশ দ্বারা অতিরিক্ত মূলধনী দ্রব্যের সংযুক্তি ঘটে, তাকে বিনিয়োগ বলে।

সঞ্চয় তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক অবস্থান নির্দেশ করে। কিন্তু বিনিয়োগ হলো সঞ্চয়ের পরবর্তী অবস্থান।

সুদের হারের সাথে সঞ্চয়ের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা সমমুখী হলেও বিনিয়োগের সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

সঞ্চয়ের আওতা অধিক বা প্রসারিত। বিনিয়োগের আওতা ছোট। সঞ্চয় (S) = আয় (Y) – ভোগ (C)। পক্ষান্তরে বিনিয়োগ (1) = সঞ্চয় (S) হলে $Y = C + S$বা, $Y = C + I$

ধনী দেশগুলোতে সঞ্চয় অধিক বিনিয়োগও অধিক। অনুন্নত বা দরিদ্র দেশগুলোতে সঞ্চয় কম বিনিয়োগও কম।

এ থেকে বোঝা যায়, বিনিয়োগ কখনো সঞ্চয়ের অধিক হবে না, সমান অথবা ছোট হবে।

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৯ : সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

টপিক – ০৩ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের ধারণাটি কেইনসীয় বিশ্লেষণ হতে উদ্ভব হয়েছে।

অনুমিত শর্ত: (ক) আবদ্ধ অর্থনীতি বিদ্যমান, (খ) দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতি বিবেচ্য।

কেইনসের ধারণা অনুযায়ী জাতীয় আয় হতে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে সঞ্চয় পাওয়া যায়। আবার জাতীয় আয় হতে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে বিনিয়োগ পাওয়া যায়। সুতরাং জাতীয় আয় হতে ভোগব্যয় বাদ দিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ই পাওয়া যায়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা ($S = I$) দ্বারা কেইনসীয় মডেলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। কেইনসের মতে আয়ের ওপর সঞ্চয় নির্ভরশীল এবং সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে, আয় কমলে সঞ্চয় কমে। বিনিয়োগকে স্বয়ম্ভূত (স্থির) ধরা হলে, যে আয়ের ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান, সেই পরিমাণ আয়কে ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

কাল্পনিক সূচির সাহায্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা বিন্দুতে ভারসাম্য আয়স্তর (Y_0) নির্ধারণ দেখানো হলো :

আয় (Y) (কোটি টাকা)	সঞ্চয় (S)	বিনিয়োগ (I)
300	50	100
400	100	100
500	150	100

সূচিতে লক্ষ্য করা যায়, জাতীয় আয় Y = 300 হলে S <I হয় বিধায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। Y = 500 হলে S > I, তাই জাতীয় আয় হ্রাস পাবে। Y = 400 হলে S = 1 হয়। কাজেই ভারসাম্য আয় 400 কোটি টাকা।

ধারণাটি নিম্নে রেখাচিত্রে দেখানো হলো:

রেখাচিত্র:

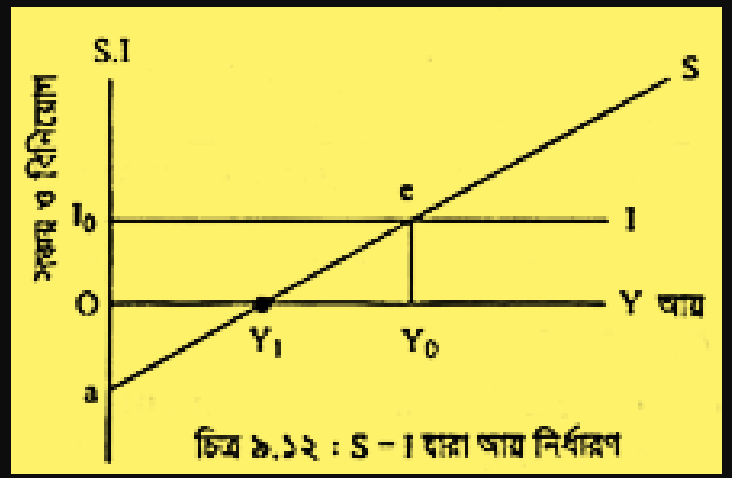

চিত্র ৯.১২ : S – I দ্বারা আয় নির্ধারণ

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

চিত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করার মাধ্যমে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয় OYo। OY, এর কম 'আয়স্তরে S < I এবং OY, এর বেশি আয়স্তরে S > I হয়। একমাত্র OY, আয়ের ক্ষেত্রেই ১ ও। এর সমতা অর্জিত হয়।

উদাহরণ: S = - 50 + 0.5Y I = 100 ও পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে 200 হলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ:

Y	0	100	200	300
S	-50	0	50	100

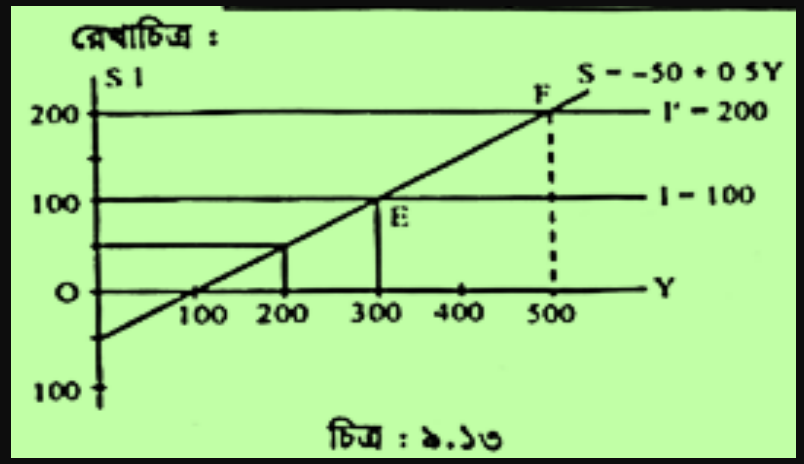

চিত্র : ৯.১৩

চিত্রে E বিন্দুতে S= 1 এর সাপেক্ষে ভারসাম্য আয় (Y) নির্ধারিত হয় 300. বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 200 হলে F বিন্দুতে ভারসাম্য আয়ও বৃদ্ধি পেয়ে 500 হয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সাপেক্ষে জাতীয় আয়: S = 1

বা, - 50 + 0.5Y = 100

বা, 0.5Y = 150

Y = 150÷0.5 = 300

বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে I' = 200ECH ,

তখন-

বা, - 50 + 0.5Q = 200

0.5Y = 250 অর্থাৎ জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

Y = 250÷0.5 = 500

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৯ : সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

টপিক – ০৪ আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য

আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য

আবদ্ধ অর্থনীতি বলতে বোঝায় যে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হয় বা আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য অনুপস্থিত।

কেইনসীয় ধারণা অনুযায়ী, আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয় ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টির দ্বারা। ত্রিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে এটিই ভারসাম্য জাতীয় আয় প্রকাশ করে। এখানে সমাজের মোট উৎপাদন = মোট আয় = মোট ব্যয় পরস্পর সমান হয়। অথবা, সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক যোগান (AS) পরস্পর সমান হবে। তবে, বদ্ধ বা মুক্ত যেকোনো অর্থনীতিতে সামগ্রিক যোগান (AS) এবং সামগ্রিক চাহিদা (AD) এর সমতা সূচক বিন্দুতে অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়।

আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য

অনুমিত শর্ত: ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে নিম্নোক্ত অনুমিত শর্ত গ্রহণ করা হয়। (ক) তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতি বিবেচ্য, (খ) স্বল্পকাল বিবেচ্য, (গ) আর্থিক মজুরি ও দামস্তর স্থির, (ঘ) বিনিয়োগ এবং সরকারি ব্যয় স্বয়ম্ভূত। উল্লিখিত অনুমিত শর্তের আলোকে আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য অর্জনের ধারণাটি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

চিত্রে ভূমি অক্ষে আয়, লম্ব অক্ষে ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক চাহিদা (AD) এবং সামগ্রিক যোগান (AS) নির্দেশ করা হয়। a = ছেদক যা স্বয়ম্ভূত ভোগ, Io = স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং 45° রেখাকে সামগ্রিক যোগান (AS) হিসেবে দেখানো হয়েছে।

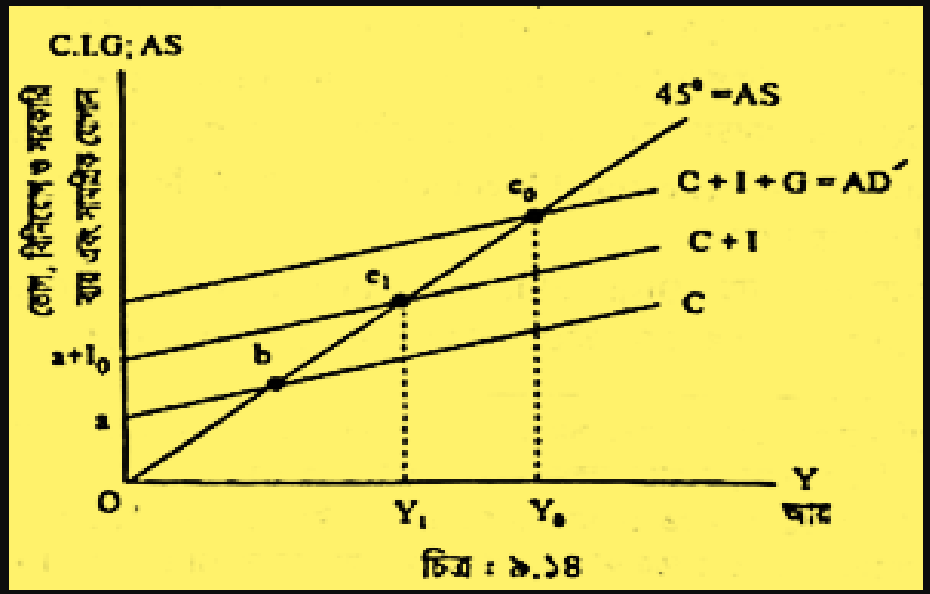

চিত্র : ৯.১৪

আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য

চিত্রানুযায়ী, ৮ বিন্দু হলো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট (Break even point), যে বিন্দুতে আয় = ব্যয়, সঞ্চয় শূন্য। ভোগ ও বিনিয়োগ এর. প্রেক্ষিতে c_1 বিন্দুতে প্রাথমিক ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। যদি তখন অর্থনীতিতে বেকারত্ব বা অপূর্ণ নিয়োগ বিদ্যমান থাকে তখন কেইনসের অভিমত অনুযায়ী সরকারি ব্যয় (G) বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। তখন C + I + G এর সাপেক্ষে অর্থনীতিতে যে আয় নির্ণীত হয় (OYO) তাকে পূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে। কেইনস ৫, বিন্দুর ভারসাম্যকে অপূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য বলে চিহ্নিত করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৯ : সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

টপিক – ০৫ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. একটি দেশের জাতীয় আয় (Y) ১২০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৩৫০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ২৫০০ কোটি টাকা হলে দেশের ভোগ ব্যয় (C) কত কোটি টাকা? [আলিম '২৩]

(ক) ৩০০০ (খ) ৪০০০ (গ) ৫০০০ (ঘ) ৬০০০

২. GNI এর পূর্ণরূপ কী? [ঢা. বো. '২৩]

(ক) Gross Net Income (খ) Gross National Income

(গ) Gross National Investment (ঘ) Gross New Income

৩. যেসব দ্রব্য উৎপাদকের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে কী বলে?[কু. বো. '২৩]

(ক) প্রাথমিক দ্রব্য (খ) প্রাক-প্রাথমিক দ্রব্য

(গ) চূড়ান্ত দ্রব্য (ঘ) মাধ্যমিক দ্রব্য

৪. একক ও অংশীদারি ব্যবসা হতে অর্জিত নিট আয়কে কী বলে? [কু. বো. '২৩]

(ক) কর্পোরেট আয় (খ) প্রোপাইটরি আয়

(গ) ডিভিডেন্ট (ঘ) অবণ্টিত কর্পোরেট মুনাফা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫. একটি দেশের GNP = ২০০, CCA = ৯০ হলে দেশটির NNP কত?চ. বো. '২৩]

(ক) ৯০ (খ) ১১০ (গ) ২০০ (ঘ) ২৯০

৬. মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় (AE) নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?[ব. বো. '২৩]

(ক) AE = C + I + G (খ) AE = C + 1

(গ) AE = C + I + G + (X + M) (ঘ) AE = C + 1 + G + (X - M)

৭. প্ররোচিত ভোগব্যয় রেখার আকৃতি হলো-[ব. বো. '২৩]

(ক) ভূমি অক্ষের সমান্তরাল (খ) লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

(গ) বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী (ঘ) বাম থেকে ডানে নিম্নগামী

৮. E = 50 + 0.5Y I = 50 G = 50 হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?[ব. বো. '২৩]

(ক) 300 (খ) 400 (গ) 500 (ঘ) 600

৯. নিচের কোন ব্যয়টি সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত?[ম. বো. ২৩]

(ক) প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা (খ) সরকারি ঋণের সুদ প্রদান

(গ) শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন (ঘ) বয়স্ক ভাতা প্রদান

১০. C = a + bY একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক। এখানে স্বয়ম্ভূত ভোগ কত?[সি. বো. '২৩]

(ক) a (খ) b (গ) aY (ঘ) bY

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. ভোগ ব্যয় (C) = 3000 বিনিয়োগ ব্যয় (I) = 2000 এবং সরকারি ব্যয় (G) = 1000pi জাতীয় আয় (Y) এর মান কত? [আলিম '২২]

(ক) 3000 (খ) 4000 (গ) 5000 (ঘ) 6000

১২. কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে বলা হয়-[ম. বো. '২৩: আলিম '২২]

(ক) ভোগ (খ) উপযোগ (গ) বিনিয়োগ (ঘ) চাহিদা

১৩. দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়?[রা. বো. '২৩; ঢা. বো. '২২, '২৩]

(ক) GNI (খ) NNI (গ) GDP (ঘ) CCA

১৪. নিচের শূন্য স্থানে কোনটি বসবে?ব্যয়যোগ্য আয় = ? কর[কু. বো. '২২]

(ক) জাতীয় আয় (খ) সামগ্রিক আয় (গ) সামগ্রিক ব্যয় (ঘ) ব্যক্তিগত আয়

১৫. C = 50 +0.75 Y হলে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS) কত হবে?[কু. বো. '২২]

(ক) 0.25 (খ) 0.50 (গ) 0.75 (ঘ) 1.75

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৯ : সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সামগ্রিক আয় (Y)	মোট সঞ্চয় (S)	মোট বিনিয়োগ (1)
400	100	200
500	200	200
600	300	200

[ঢা. বো ২২]

(ক) সামগ্রিক আয় কী?

(খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক কীরূপ?

(গ) উদ্দীপক থেকে বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় ব্যাখ্যা করো।

'X' দেশের- [কু. বো. '২২]

ভোগ ব্যয় (C) = ৮৫০০ টাকা

বিনিয়োগ ব্যয় (1) = ৫০০০ টাকা

সরকারি ব্যয় (G) = ৩০০০ টাকা

নিট রপ্তানি (X) = ১০০০ টাকা

(ক) নিট জাতীয় আয় কী?

(খ) সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে-ব্যাখ্যা করো।

(গ) ত্রি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো।

(ঘ) সরকারি ব্যয় ৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

২০২০-২১ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C) ২০,০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৫,০০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ১০,০০০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় (X) ৫০০ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যয় (M) ৬০০ কোটি টাকা।

[রা. বো. '২২]

(ক) নিট জাতীয় আয় (NNP) কী?

(খ) দ্বৈত গণনার সমস্যা কীভাবে পরিহার করা যায়?

(গ) উদ্দীপকে 'ক' দেশের মোট জাতীয় আয় (GNI) নির্ণয় করো।

(ঘ) অন্যান্য ব্যয় স্থির থেকে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০০০ কোটি টাকা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী পরিবর্তন হবে তা চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

THANK YOU